# আকাইদ ও ফিকহ

# العقائد و الفقه

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

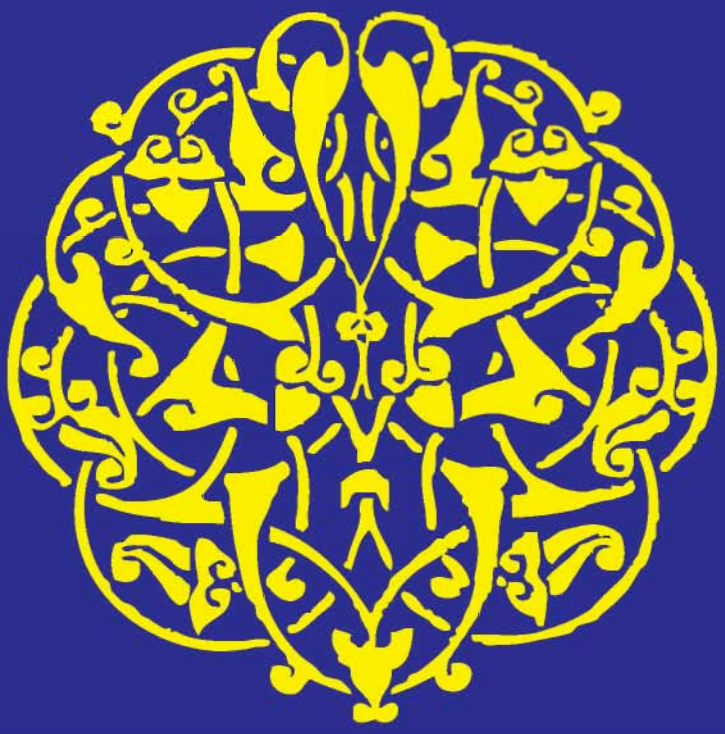

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# আকাইদ ও ফিকহ্

# اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

## দাখিল

## ষষ্ঠ শ্রেণি


**রচনা**

ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

**সম্পাদনা**

মাওলানা রূহুল আমীন খান



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২ খ্রি.
পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৯ খ্রি.

**ডিজাইন**
**বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

# প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১**-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ্** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

**প্রফেসর কায়সার আহমেদ**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

# সূচিপত্র

## প্রথম ভাগ : আল আকাইদ


| অধ্যায় ও পাঠ | বিষয় | পৃষ্ঠা | অধ্যায় ও পাঠ | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম অধ্যায় | আকাইদ ও দীন | ১ | ৩য় পাঠ | হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসরণ | ২০ |
| ১ম পাঠ | আকিদার পরিচয় ও গুরুত্ব | ১ | ৪র্থ পাঠ | হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দেখানো পথই সর্বোত্তম | ২১ |
| ২য় পাঠ | দীনের পরিচয় ও পরিসর | ২ | ৫ম পাঠ | দরুদ শরিফ পাঠের ফযিলত | ২১ |
| ২য় অধ্যায় | আল্লাহর প্রতি ইমান | ৮ | ৫ম অধ্যায় | আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান | ২৫ |
| ১ম পাঠ | তাওহিদ ও কালেমা | ৮ | ১ম পাঠ | আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস | ২৫ |
| ২য় পাঠ | ইমানের বিভিন্ন দিক | ১০ | ২য় পাঠ | কুরআন মাজিদ-এর পরিচয় | ২৫ |
| ৩য় অধ্যায় | ফেরেশতার প্রতি ইমান | ১৪ | ৩য় পাঠ | কুরআন আল্লাহর বাণী | ২৬ |
| ৪র্থ অধ্যায় | রসুলগণের প্রতি ইমান | ১৮ | ৪র্থ পাঠ | কুরআনের প্রতি ইমানের দাবি | ২৭ |
| ১ম পাঠ | নবি ও রসুলগণের পরিচয় | ১৮ | ৬ষ্ঠ অধ্যায় | পরকাল | ৩১ |
| ২য় পাঠ | সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবি ও রসুল | ১৯ | | | |


## দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম অধ্যায় | ইলমে ফিকহের ইতিহাস | ৪১ | ৫ম পাঠ | স্বাস্থ্যসম্মত পানি ব্যবহার | ৬৯ |
| ১ম পাঠ | ইলমে ফিকহের পরিচিতি | ৪১ | ৬ষ্ঠ পাঠ | অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের পরিণাম | ৭০ |
| ২য় পাঠ | ইলমে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব | ৪২ | ৪র্থ অধ্যায় | সালাত | ৭২ |
| ৩য় পাঠ | ইলমে ফিকহের সূচনা ও উৎস মূল | ৪৩ | ১ম পাঠ | আযান | ৭২ |
| ২য় অধ্যায় | নাজাসাত ও তাহারাত | ৪৬ | ২য় পাঠ | সালাতের আহকাম | ৭৭ |
| ১ম পাঠ | নাজাসাত ও আহকাম | ৪৬ | ৩য় পাঠ | নফল সালাত | ৯৬ |
| ২য় পাঠ | তাহারাত | ৫০ | ৫ম অধ্যায় | সাওম | ১০০ |
| ৩য় পাঠ | অজু | ৫৫ | ১ম পাঠ | সাওমের পরিচয় | ১০০ |
| ৩য় অধ্যায় | পানির বিধান | ৬৬ | ২য় পাঠ | সাওমের প্রকারভেদ | ১০১ |
| ১ম পাঠ | পবিত্র পানির বৈশিষ্ট্য | ৬৬ | ৩য় পাঠ | রমযান মাসের সাওম | ১০৩ |
| ২য় পাঠ | ঝুটা পানির বিধান | ৬৬ | ৪র্থ পাঠ | সাওমের সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ | ১০৪ |
| ৩য় পাঠ | পানির প্রকারভেদ | ৬৭ | ৫ম পাঠ | সাওম মাকরুহ হওয়া না হওয়ার কারণসমূহ | ১০৪ |
| ৪র্থ পাঠ | যমযমের পানি ব্যবহারের আদব | ৬৮ | | | |


## তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম অধ্যায় | উত্তম চরিত্র | ১০৮ | ১ম পাঠ | দোআর ফযিলত ও গুরুত্ব | ১২৭ |
| ১ম পাঠ | আখলাকের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা | ১০৮ | ২য় পাঠ | দোআর আদব | ১২৮ |
| ২য় পাঠ | আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি | ১১১ | ৩য় পাঠ | মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোআ | ১২৮ |
| ২য় অধ্যায় | নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ | ১২০ | ৪র্থ পাঠ | পিতা-মাতার জন্য দোআ | ১২৯ |
| ১ম পাঠ | মিথ্যা | ১২০ | ৫ম পাঠ | টয়লেটে প্রবেশের ও টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোআ | ১২৯ |
| ২য় পাঠ | অহংকার | ১২১ | ৬ষ্ঠ পাঠ | হাঁচির দোআ ও হাঁচির জবাবে দোআ | ১২৯ |
| ৩য় পাঠ | আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা | ১২২ | ৪র্থ অধ্যায় | যিকির ও মুনাজাত | ১৩২ |
| ৪র্থ পাঠ | পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া | ১২৩ | ১ম পাঠ | আল্লাহর যিকিরের ফযিলত | ১৩২ |
| ৫ম পাঠ | গালি দেওয়া | ১২৩ | ২য় পাঠ | গুনাহ মাফের জন্য ইস্তেগফার করা | ১৩৩ |
| ৩য় অধ্যায় | দোআ | ১২৭ | ৩য় পাঠ | মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের গুনাহ ক্ষমা চেয়ে মুনাজাত | ১৩৪ |

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## প্রথম ভাগ

# আল আকাইদ

# اَلْعَقَائِدُ

### প্রথম অধ্যায়

## আকাইদ ও দীন

## اَلْعَقَائِدُ وَالدِّيْنُ

### প্রথম পাঠ

## আকিদার পরিচয় ও গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ بَعْد .

আকিদাহ (عَقِيْدَةٌ) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আকাইদ (عَقَائِدُ)। এর অর্থ বন্ধন ও বিশ্বাস। আকিদা মুমিনের জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহিহ আকিদা ছাড়া কোনো আমলই গৃহীত হয় না।

ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো আকাইদ। ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত হলো আকিদা-বিশ্বাস সহিহ হওয়া। শিরকমুক্ত ইবাদত এবং নেফাকমুক্ত মহব্বত মানুষের ইমানকে সুদৃঢ় রাখে। তাওহিদী আকিদার মূলকথা হলো, বিশ্বাস ও কর্মে, চিন্তা ও চেতনায়, ধ্যান ও ধারণায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সর্বশক্তিমান মনে করা। শিরক তার বিপরীত দিক। শিরকমুক্ত আকিদা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। এর সঙ্গে রিসালতের প্রতিও থাকতে হবে সুদৃঢ় বিশ্বাস। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি এ কথা যথাযথ ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

তাহলে এক কথায় বলা যায়, যে সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করলে কর্মসমূহ গৃহীত হয় এবং কর্মফল পাওয়া যায় তাকেই সহিহ আকিদা বলে। তাই ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য সঠিক আকিদা পোষণ করা জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

## দ্বিতীয় পাঠ

# দীনের পরিচয় ও পরিসর

### দীনের পরিচয়

দীন (اَلدِّيْنُ) শব্দের অর্থ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল কুরআনের বাণী–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন (জীবনব্যবস্থা)। (সুরা আলে ইমরান, ১৯)

যে জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি, শান্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে তাকেই 'দীন ইসলাম' বলে।

### দীনের পরিসর

দীন হলো ৩টি মৌলিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। আর এরূপই আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল (عليه السلام)-এর মাধ্যমে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)- কে শিখিয়েছেন। তা হলো–

(১) ইমান (اَلْإِيْمَانُ)

(২) ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) ও

(৩) ইহসান (اَلْإِحْسَانُ)।

### ইমানের পরিচয়

ইমান (اَلْإِيْمَانُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ আন্তরিক বিশ্বাস। দীনের প্রথম স্তম্ভই হলো ইমান।
ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হলো-

تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (ﷺ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ: সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়ে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইমান।
একজন মুসলমানের নিকট ইমান অতি মূল্যবান। ইমান দেখার জিনিস নয়, বরং আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। কেউ শুধুমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করলে তাকে বলা হয় মুওয়াহহিদ (مُوَحِّدْ) বা একত্ববাদী;

কিন্তু সে ইমানদার নয়। ইমান অর্থই হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে এবং তাঁর আনিত বিষয়াবলিকে অন্তর দিয়ে ভক্তি ও তাযিমের সাথে বিশ্বাস করা। যে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে বিশ্বাস করে না সে কাফির। আর যে বাহ্যিকভাবে মেনে নেয় কিন্তু অন্তর দিয়ে ভক্তি ভালোবাসার সাথে বিশ্বাস করে না সে মুনাফিক।

## ইসলামের পরিচয়

ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ (اَلْخُضُوْعُ وَ اَلْاِنْقِيَادُ) মেনে নেওয়া ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা।
ইসলামের পরিভাষায়-

اَلْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ : ইসলাম হলো আত্মসমর্পণ করা ও আল্লাহর নির্দেশাবলি মেনে নেওয়া।

ইসলাম অর্থ শান্তি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামের কাজ। মানুষ হত্যা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা এ সকল অপতৎপরতায় লিপ্ত তারা ইসলামের দুশমন। ইমান ও ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষা হলো বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল এবং আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস বা নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া। প্রকৃত মুমিনের কাজ হলো, বিশ্বাসের চাহিদা অনুযায়ী সিরাত-সুরত, লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, আদব-কায়দা ও ইবাদত-বন্দেগি সব কিছুতে প্রিয়নবি (ﷺ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণ করা।

## ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

ইসলামের স্তম্ভ (بِنَاءٌ) পাঁচটি। মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো–

১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।

২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ করা ও ৫. রমযান মাসে সাওম পালন করা।

সালাত শারীরিক ইবাদত, যাকাত আর্থিক ইবাদত, হজ আল্লাহ ও তাঁর রুসল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং সাওম আল্লাহ তাআলার সাথে আত্মিক সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। তাই এ পাঁচ স্তম্ভ ঠিক রেখে যে ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করে তাকেই মুসলমান বলা যায়।

## ইহসানের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

ইহসান (اَلْإِحْسَانُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অনুগ্রহ করা, উপকার করা ও ভালোভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় ইহসান হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদত করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি ও দুঃস্থ-এতিমের প্রতি ইহসান তথা সদাচরণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْـجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْـجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْـجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

অর্থ: তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়–প্রতিবেশী, অনাত্মীয়–প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা নিসা, ৩৬)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

اِرْحَـمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

অর্থ: তোমরা যমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।

ইহসান দীনের আধ্যাত্মিক স্তম্ভ। যার চূড়ান্ত কথা হাদিসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

গিয়ে বিপদগামী হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা অসংখ্য সৃষ্টিকে প্রভু বানিয়েছে। এখনও অনেকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রকে পৃথিবীর মূল শক্তি মনে করে এগুলোর কাছে মাথা নত করছে। কখনও কোনো প্রভাবশালী মানুষকে মহাশক্তির অধিকারী মনে করে তার পূজা করছে। কখনও কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করে তার নিকট মাথা নত করছে। এসব ভ্রান্ত মতবাদ ও অসংখ্য প্রভুর গোলামি থেকে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ : আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত তথা খোদাদ্রোহী শক্তিকে পরিহার কর। (সুরা নামল-৩৬)

এ ঘোষণা মোতাবেক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করলে কোনো ইবাদতই কবুল হয় না।

## কালেমা তায়্যিবা (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

কালেমা তায়্যিবা হলো–

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।

এ কালেমা তায়্যিবা বা পবিত্র কালেমার ঘোষণা ইমানের মূলভিত্তি। এ পবিত্র ঘোষণার মাধ্যমে এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বা প্রভু মানি না, দেব-দেবীর পূজা, প্রকৃতির পূজা, মানুষের বানানো ভ্রান্ত-মতবাদের পূজাকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহকে মানার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল এ ঘোষণার মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে অনুসরণ করার ও তাঁকে ভালোবাসার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

## কালেমা শাহাদাত (كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ)

যে কালেমা বা ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে আন্তরিক বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও তাঁদের নির্দেশাবলি মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় তাকে কালেমা শাহাদাত বলা হয়।

কালেমা শাহাদাত হলো–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসুল।

তাওহিদী ঘোষণার সাথে সাথে প্রিয়নবি (ﷺ) যে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধু এবং তাঁর রসুল একথার সাক্ষ্য প্রদানই একজন মুসলমানের ইমানের পরিচায়ক।

## দ্বিতীয় পাঠ
# ইমানের বিভিন্ন দিক

### ইমানে মুজমাল (اَلْإِيْمَانُ الْمُجْمَلُ)

মুজমাল (اَلْمُجْمَلُ) শব্দের অর্থ মৌলিক, সংক্ষিপ্ত। ইমানের মৌলিক দিক সংক্ষেপে ব্যক্ত করার নাম ইমানে মুজমাল।

ইমানে মুজমাল হলো–

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির প্রতি যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় নির্দেশ ও আরকান মেনে নিলাম।

আল্লাহ তাআলার নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলি চিরন্তন ও অবিনশ্বর। যার পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। তাঁর বান্দা হিসেবে তাঁর সকল নির্দেশ ও বিধান মেনে নেওয়াই ইমানের দাবি।

### ইমানে মুফাস্‌সাল (اَلْإِيْمَانُ الْمُفَصَّلُ)

মুফাস্‌সাল (اَلْمُفَصَّلُ) শব্দের অর্থ বিস্তারিত। যে বাক্যে ইমানের দিকগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়, তাকে ইমানে মুফাস্‌সাল বলে।

ইমানে মুফাস্‌সাল হলো–

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসুলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি, তকদিরের ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়-এর প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার প্রতি।

এ সকল মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কখনও ইমান হয় না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন তাকেই মুমিন বলা হয়।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করার নাম কী?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহসান ঘ. তাওহিদ

২. মুফাস্‌সাল (مُفَصَّلٌ) শব্দের অর্থ কী?

ক. সংক্ষিপ্ত খ. মৌলিক

গ. সামগ্রিক ঘ. বিস্তারিত

৩. " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ" কোন ধরনের কালেমা ?

ক. কালেমা তাইয়্যেবা খ. কালেমা শাহাদাত

গ. কালেমা তাওহিদ ঘ. কালেমা তামজিদ

৪. ইমানে মুজমাল হচ্ছে–

i. ইমানের মৌলিক দিক সংক্ষেপে ব্যক্ত করা

ii. পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

iii. আল্লাহ ও রসুলকে বিশ্বাস করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i,ii, ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিফাত মনে করে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলাও ধ্বংস হয়ে যাবেন। কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা অবিনশ্বর'।

৫. রিফাতের ধারণাটি কোন বিষয়ের পরিপন্থি ?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. তাওহিদ ঘ.ইহসান

৬. এমতাবস্থায় রিফাতের করণীয় হচ্ছে-

i. আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কে জানা

ii. ইমানের মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

iii. তার বাবার কথা অকপটে স্বীকার করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সোহেল ও জুয়েল দুই বন্ধু। সোহেল জুয়েলকে বলল, আমাদের পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুর অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। একথা শুনে জুয়েল বলল, এ পৃথিবীতে গাছপালা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে।

ক. মানুষ কোন শিক্ষা থেকে দূরে সরে বিপদগামী হয়েছে?

খ . কালিমা শাহাদাত বলতে কী বোঝায়? লিখ।

গ . সোহেলের বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ . জুয়েলের বক্তব্যটি যথার্থ কিনা? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। জামাল ও কামাল সহকর্মী। জামাল প্রায়ই বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত থাকে। কামাল তাকে বলল, আপনার সকল কাজ-কর্ম রেকর্ড হচ্ছে। জামাল বলল, রেকর্ড হলে কী হবে? কামাল তাকে বলল, আল্লাহ তাআলার একজন ফেরেশতা রয়েছেন যার শিঙ্গা ফুৎকারের পর সকল মানুষকে রেকর্ডসহ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

ক.হযরত ইসরাফিল (আ)-এর কাজ কী?

খ. 'ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি' ব্যাখ্যা কর।

গ. কামালের প্রথম বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কামালের দ্বিতীয় বক্তব্যটি সঠিক কিনা? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

# রসুলগণের প্রতি ইমান

# اَلْإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ

## প্রথম পাঠ

## নবি ও রসুলগণের পরিচয়

নবি (نَبِيٌّ) শব্দের অর্থ অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী। আর রসুল (رَسُوْلٌ) শব্দের অর্থ বার্তাবাহক, দূত। নবিগণকে যা প্রদান করা হয়েছে, তাকে নবুওয়াত (اَلنُّبُوَّةُ) এবং রসুলগণকে যা প্রদান করা হয়েছে, তাকে রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ) বলে। নবুওয়াত ও রিসালাতের অর্থ বার্তা বা সংবাদ।

শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানব, জিন ও সৃষ্টিজগতের পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহর নির্বাচিত বান্দার কাছে যে বার্তা, দিকনির্দেশনা এবং আদেশ-নিষেধ প্রেরিত হয়ে থাকে, তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত বলে। যাঁরা মানব ও জিন জাতির পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনিত হন, তাঁদেরকে নবি ও রসুল বলা হয়। যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা মৌখিক নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁরা হলেন নবি। আর যাদেরকে মৌখিক নির্দেশের সাথে সাথে কিতাব প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রসুল।

আল্লাহ তাআলা লক্ষাধিক নবি-রসুল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক জাতির কাছেই নবি-রসুল প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

অর্থ : অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রসুল পাঠিয়েছি।

নবি রসুলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ও রসুল(ﷺ)গণ আনিত বিধি-বিধান তথা রিসালাতের প্রতি ইমান আনাও ফরয। নবি-রসুল (ﷺ)গণ ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব । তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চরিত্র, আচার-আচরণ সর্বকালে সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নির্ভুল ও নির্ভেজাল অনুকরণীয় আদর্শ মানুষ হিসেবে তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবি ও রসুল। তাঁর আনিত কুরআন মাজিদ আমাদের জীবন বিধান। তিনি যে আল্লাহ তাআলা প্রেরিত রসুল একথা বিশ্বাস করাই হলো ইমান। তাঁর শান ও মানে সামান্যতম আঘাত করা বা অন্য কোনো মানুষের সাথে সামগ্রিকভাবে তাঁর তুলনা করা কুফুরি। তিনি আল্লাহ নন। আল্লাহর সাথে তাঁর তুলনা করা শিরক। তিনি মানুষ তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টির মধ্যে সবার ঊর্ধ্বে। তাঁর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন ইমানের পরিচায়ক।

## দ্বিতীয় পাঠ

## সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবি ও রসুল

সর্বপ্রথম নবি হলেন হযরত আদম (عليه السلام)। আর সর্বশেষ রসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁকে সর্বশেষ নবি ও রসুল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং এরপর আর কোনো নবি ও রসুল আগমন করবেন না-এ বিশ্বাস রাখা ইমানের মৌলিক দিক। কুরআন মাজিদে তাঁকে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ 'খাতামুন নাবিয়্যিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। 'খাতামুন' শব্দের অর্থ সিলমোহর, সমাপ্তি বা শেষ। আর খতমে নবুওয়াত (خَتْمُ النُّبُوَّةِ) শব্দের অর্থ নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি। মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে যত নবি-রসুল (عليهم السلام) এসেছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

অর্থ : মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষনবি। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়েই অধিকতর জ্ঞাত। (সুরা আল্ আহযাব, ৪০)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন -

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِى

অর্থ : আমি শেষনবি, আমার পরে কোনো নবি আগমন করবেন না। (সুনানু আবি দাউদ)

যারা মহানবি (ﷺ)-কে সর্বশেষ নবি মানে না তারা মুসলমান নয়। যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায়। তারা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিলেও প্রিয়নবি (ﷺ)-কে সর্বশেষ নবি বলে বিশ্বাস করে না। এ জন্য সমগ্র বিশ্বের আলেমগণ তাদেরকে অমুসলিম ফতোয়া দিয়েছেন। হযরত ইসা (عليه السلام) কিয়ামতের পূর্বে এ দুনিয়ায় আসবেন। তবে তিনিও শেষনবির উম্মত হয়ে তারই অনুসরণ করবেন।

## তৃতীয় পাঠ

## হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসরণ

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণ প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

অর্থঃ যে রসুলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সুরা নিসা, ৮০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য কর। (সুরা মুহাম্মাদ, ৩৩)

রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর অনুকরণ-অনুসরণ হতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ পরিচালনায়, প্রতিরক্ষায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিচার, প্রশাসন তথা সকল পর্যায়ে মহানবি (ﷺ) আমাদের সর্বোত্তম অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ।

অনুকরণ ও অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তোমাদের যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক। (সুরা হাশর, ৭)

পঞ্চম অধ্যায়

# আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

# اَلْإِيْمَانُ بِالْكُتُبِ

## প্রথম পাঠ

## আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

মহান আল্লাহ তাআলা মোট একশত চারখানা কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে চারখানা প্রধান ও প্রসিদ্ধ কিতাব। আর একশখানা সহিফা বা ছোট কিতাব । প্রসিদ্ধ কোন কিতাব কোন রসুলের ওপর নাযিল করা হয়েছিল, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

**(ক) তওরাত :** হযরত মূসা (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ।

**(খ) যবুর :** হযরত দাউদ (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ।

**(গ) ইনজিল :** হযরত ইসা (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ।

**(ঘ) কুরআন :** হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ।

আর একশখানা সহিফার মধ্যে দশখানা হযরত আদম (ﷺ), পঞ্চাশখানা হযরত শিস (ﷺ), ত্রিশখানা হযরত ইদরিস (ﷺ), দশখানা হযরত ইব্রাহিম (ﷺ)-এর উপর নাযিল হয়। একশত চারখানা কিতাবের মধ্যে পূর্ববর্তী একশত তিনখানা কিতাবের সারনির্যাস হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

## দ্বিতীয় পাঠ

## কুরআন মাজিদ (قُرْآنٌ مَجِيْدٌ)-এর পরিচয়

কুরআন মাজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ.

অর্থ : বরং তা কুরআন মাজিদ, যা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত। (সুরা বুরুজ, ২১/২২)

আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল (ﷺ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর কুরআন নাযিল করেন। মহানবি (ﷺ)-এর দীর্ঘ তেইশ বৎসরের রিসালাতের জিন্দেগিতে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এ কুরআন নাযিল হয়। কুরআন মাজিদই সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থ : আমি যিকির তথা কুরআন মাজিদ নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।

(সুরা আল হিযর, ৯)

অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধভাবে ও হাফেজ সাহেবগণের অন্তরে এ কুরআন সন্দেহাতীতভাবে সংরক্ষিত আছে। কুরআন মাজিদে ১১৪ টি সুরা রয়েছে, রুকূ রয়েছে ৫৫৪ টি, সিজদার আয়াত রয়েছে ১৪ টি। কুরআন মাজিদ অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে।

## তৃতীয় পাঠ

## কুরআন আল্লাহর বাণী (اَلْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللهِ)

কুরআন মাজিদ বিশ্ব মানবতার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথপ্রদর্শক, একটি সার্বজনীন শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। গোটা বিশ্বের মানুষের পথের দিশারি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে অতীতের নবিগণের কর্মতৎপরতা ও ইতিহাস সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ঐতিহাসিক গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। কুরআন মাজিদ যে আল্লাহর বাণী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন তার সুচনাতেই ঘোষণা করেছে–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

অর্থ : এই কিতাব সন্দেহাতীত, এতে রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত। (সুরা বাকারা, ২)

কুরআন মাজিদ আল্লাহর বাণী কিনা এ সন্দেহ পোষণ করলে আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে ইরশাদ করেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থ : যদি তোমরা আমার বান্দা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবে সন্দিহান হও, তবে কুরআনের মতো একটি সুরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদেরকে এ কাজে আহ্বান কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সুরা বাকারা, ২৩)

মহান আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণা কুরআন অবতীর্ণের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। কিন্তু এ যাবত পৃথিবীর কেউই এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাহস করেনি। ইসলামের প্রথম দিকে কুরআন মাজিদের ক্ষুদ্রতম সুরা আল কাউসার লিখে কাবা ঘরের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ দেওয়া হলে তৎকালে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরা অকপটে একবাক্যে স্বীকার করেছিল–

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

অর্থঃ এটা কোনো মানুষের বাণী নয়।

সুতরাং মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বস্তুত কুরআন মাজিদ একটি জীবন্ত মুজেযা।

## চতুর্থ পাঠ

## কুরআনের প্রতি ইমানের দাবি

কুরআন আল্লাহর কালাম। কোনো মানুষ এ ধরনের কালাম তৈরি করতে সক্ষম নয়। এ মহাগ্রন্থে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা ইমানের দাবি। কুরআন মাজিদ খুললেই আমরা দেখতে পাই এটি মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। এ গ্রন্থ সর্বাধুনিক, কালোত্তীর্ণ ও বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰس . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ

অর্থ : ইয়াসিন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।

এ কুরআন আল্লাহর নুর। লাওহে মাহফুয থেকে নুরের ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (عليه السلام)-এর মাধ্যমে জাবালে নুরে নুর নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং

চিরন্তন, অক্ষয়, অব্যয়-এ কথা দৃঢ় মনে বিশ্বাস করা আল কুরআনের প্রতি ইমানের দাবি। সাথে সাথে এ কুরআনকে জীবনের সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা কুরআনের অন্যতম দাবি। একমাত্র আল কুরআনের পথে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

এ কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক ইমানদারের ওপর ফরয। মহানবি (ﷺ)-এর পুরো জীবনটাই ব্যয় করেছেন এ কুরআনের দাবি পূরণে।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি?

ক. ১০০ খ. ১০২

গ. ১০৪ ঘ. ১০৬

২। তওরাত কার উপর নাযিল করা হয়েছিল?

ক. হযরত দাউদ (আ) খ. হযরত মূসা (আ)

গ. হযরত ইসা (আ) ঘ. হযরত সোলায়মান (আ)

৩। কুরআন মাজিদে কয়টি সুরা রয়েছে?

ক. ১১২ খ. ১১৪

গ. ১১৬ ঘ. ১১৮

কুরআন মাজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব, কারণ ইহা–

i. সর্বাজনীন শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ii. বিশ্বের মানুষের পথের দিশারি

iii. সর্বশেষে নাযিল করা হয়েছে

## হাশর (اَلْحَشْرُ)

হাশর শব্দের অর্থ একত্রিত করা। পুনরুত্থানের পর একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে সকল মানুষ সমতল এক বিশাল ময়দানে একত্রিত হবে। একেই বলে হাশর বা সমাবেশ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.

অর্থ : যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে দ্রুত, এ সমাবেশ করানো আমার জন্য সহজ। (সুরা কফ, ৪৪)

হাশরের ময়দানে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থেকে দুনিয়ার কাজের হিসাব দিতে হবে। যারা ইমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তারা আল্লাহর রহমত পাবে; আরামে থাকবে। যারা ইমান আনেনি, সৎকর্ম করেনি তাদের ভীষণ আযাব হবে।

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে বিমুখ বান্দারা অন্ধ হয়ে উঠবে। এ সকল অন্ধরা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে–

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.

অর্থ : হে পরওয়ারদিগার, আমাকে কেন অন্ধ করে হাশরের ময়দানে উঠালেন, আমি তো দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল অতঃপর তুমি ভুলে গিয়েছিলে, আর আজ তোমাকেও অনুরূপভাবে ভুলে যাওয়া হবে। (সুরা ত্বহা, ১২৫)

## মিযান (اَلْمِيْزَانُ)

হাশরের দিন আমাদের পাপ পুণ্য ওযন করা হবে। আর যা দ্বারা ওযন করা হবে তাকে বলে মিযান। যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে তারা হবেন জান্নাতের অধিকারী। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ

অর্থ : সে দিনের ভালো-মন্দের ওযন করার বিষয়টি সত্য। (সুরা আরাফ, ৮)

## পুলসিরাত (اَلصِّرَاطُ)

পুলসিরাতকে আরবিতে اَلصِّرَاطُ বলে। হাশরের ময়দান থেকে জাহান্নামের উপরে জান্নাতে যাওয়ার পথে স্থাপন করা এমন একটি সেতু, যা সকল মানুষকেই অতিক্রম করতে হবে–এ সেতুকেই পুলসিরাত বলে।

এ পুলসিরাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا.

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেককেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সুরা মরিয়ম, ৭১)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ

অর্থ : আর জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। সর্বপ্রথম আমি ও আমার উম্মত তা অতিক্রম করব। (সহিহ মুসলিম)

ইমানদার লোকেরা নিজ নিজ ইমান ও আমল অনুসারে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বিজলির গতিতে, বায়ুর গতিতে, দ্রুতগামি ঘোড়ার গতিতে, উট চলার গতিতে, দৌড়ে, আবার কেউ হাঁটার গতিতে পুলসিরাত পার হবেন। মুমিন ছাড়া অন্যরা পুলসিরাত পার হতে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

## জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান। ইহকালের সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিনের জন্য যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলে। জান্নাতে আছে আরামের সব রকম ব্যবস্থা। মন যা চাইবে সেখানে তা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.

অর্থ : জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে এবং তোমরা যে দাবি করবে, তাই তোমাদের দেওয়া হবে।

(সুরা হা-মিম আস সাজদাহ, ৩১)

জান্নাতে অনেক সুখ শান্তি রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আল্লাহ তাআলা বলেন–

আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব পুরস্কার (জান্নাতে) প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি। যাঁরা তাঁদের প্রভুর সামনে হিসাব-নিকাশে দাঁড়াতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, তাঁদের ঠিকানা জান্নাত।

**জান্নাতের নামসমূহ :** কুরআন মাজিদে জান্নাতের আটটি নামের উল্লেখ রয়েছে। যথা–

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْس)

(২) দারুল মাকাম (دَارُ الْمَقَامِ )

(৩) দারুল কারার (دَارُ الْقَرَارِ )

(৪) দারুস সালাম (دَارُ السَّلَامِ)

(৫) জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الْمَأْوَى)

(৬) জান্নাতুন নাইম (جَنَّةُ النَّعِيْمِ)

(৭) দারুল খুলদ (دَارُ الْـخُلْدِ)

(৮) জান্নাতুল আদন (جَنَّةُ الْعَدْنِ )

এ সব জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস সবচেয়ে মর্যাদাবান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا.

অর্থ : নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানদারি। (সুরা কাহাফ, ১০৭)

# জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের জন্য যেমন চিরসুখের স্থান জান্নাত রয়েছে ঠিক তার বিপরীত যারা আল্লাহ তাআলাকে প্রভু বলে স্বীকার করে না, তার ইবাদত করে না; বরং নাফরমানি করে তাদের জন্য সীমাহীন কষ্টের স্থান জাহান্নাম রয়েছে। জাহান্নামকে নার বা দোযখ বলে। জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভীষণ শাস্তি। জাহান্নামিদের চামড়া আগুনের তাপে ঝলসাতে থাকবে। জাহান্নামিরা মরবেও না বাঁচবেও না, এক করুণ অবস্থায় থাকবে। তাদের খাওয়ানো হবে উষ্ণরক্ত, পুঁজ, যাক্কুম নামক কষ্টদায়ক খাদ্য। জাহান্নামের আগুনের দহন ক্ষমতা অনেক বেশি।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের একাত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।

জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ৭৭ টি আয়াত নাযিল হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুনাফিক ও কাফিরদেরকে সম্মিলিতভাবে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (সুরা নিসা, ১৪০)

যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হবে, তাদের জন্যই জাহান্নাম নির্ধারিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার সীমা অতিক্রম করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (সুরা নিসা, ১৪)

# দ্বিতীয় ভাগ
# আল ফিক্‌হ
# اَلْفِقْهُ

## প্রথম অধ্যায়
## ইলমে ফিকহের ইতিহাস
## تَارِيْخُ عِلْمِ الْفِقْهُ

### প্রথম পাঠ
### ইলমে ফিকহের পরিচিতি

**ইলমে ফিকহের পরিচয়**

عِلْمٌ শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র ইত্যাদি। আর فِقْهٌ শব্দটি بَابُ سَمِعَ يَسْمَعُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ, কোনো কিছু যথাযথভাবে উপলব্দি করা, অনুভব করা। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا.

অর্থ : তাদের অন্তর রয়েছে, তবে তদ্বারা তারা উপলব্দি করতে পারে না। (সুরা আল আরাফ, ১৭৯)

শরিয়তের পরিভাষায় ফিকহ বলা হয়–

اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِى الْإِسْلَامِ.

অর্থ : ইসলাম স্বীকৃত বিধি-বিধানের সমষ্টি হচ্ছে ফিকহ।

সহজ ভাষায় বলা যায়, যে বিষয় অধ্যয়ন করলে বিস্তারিত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধি-বিধান সঠিক ও স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়, তাকে ইলমে ফিকহ বলে।

**ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয়**

عِلْمُ الْفِقْهِ-এর আলোচ্য বিষয় হলো, কুরআন ও সুন্নায় বিদ্যমান দলিলের ভিত্তিতে বান্দার কার্যাবলি আলোচনা করা। ইবাদত (عِبَادَةٌ) ও মুয়ামালাত (مُعَامَلَاتٌ) বা যাবতীয় লেনদেন নিয়েই ইলমে ফিকহ প্রধানত আলোচনা করে। শরিয়তের যাবতীয় আহকাম সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রকাশ করে, ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই ইলমে ফিকহের উদ্দেশ্য।

## দ্বিতীয় পাঠ

# ইলমে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

### عِلْمُ الْفِقْهِ-এর প্রয়োজনীয়তা

ফিকহ বিষয়টি প্রতিটি মুমিনের জীবনের সঙ্গে ওতঁপ্রোতভাবে জড়িত। একজন মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনা রয়েছে এ ইলমুল ফিকহের মাঝে। আল্লাহ তাআলা এ ফিকহের গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ .

অর্থ : ইমানদারগণের প্রত্যেক দল থেকে কিছু সংখ্যক লোক দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্যে বের হচ্ছে না কেন? যাতে তারা শিক্ষা শেষে ফিরে এসে স্বজাতির লোকদের সতর্ক করতে পারে। (সুরা তওবাহ, ১২২)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ.

অর্থ: প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি ভিত্তি আছে, এ দীনের ভিত্তি হলো ইলমুল ফিকহ। (বায়হাকি)

عِلْمُ الْفِقْهِ হচ্ছে أَحْكَامُ الشَّرِيْعَةِ-এর ভাণ্ডার। কাজেই যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহকাম নির্গত করার ক্ষমতা রাখে না তাদের জন্য ফকিহগণের সিদ্ধান্তসমূহ অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যকীয়।

### عِلْمُ الْفِقْه শিক্ষার গুরুত্ব

ইলমে ফিকহ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য লাভ করা সকলের ওপর অত্যাবশ্যক না হলেও ফিকহি বিধি-বিধান যা মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন তা জানা সমানভাবে সকলের ওপর ফরয। যেমন: হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে না জানলে কারো জন্য ইসলামি যিন্দেগি যাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। ইসলামি যিন্দেগি যাপনের জন্যে ফিকহ শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিকহ বা গভীর জ্ঞান দান করেন।

# তৃতীয় পাঠ
# ইলমে ফিকহের সূচনা ও উৎস মূল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় ইলমে ফিকহের কোনো স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। তিনি ওহির নির্দেশনাবলির মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে বিশেষজ্ঞদের বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যাগত ভিন্নতার কারণে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়। এ সময় কুরআন সুন্নাহকে মন্থন করে সঠিক সমাধানের জন্য বিজ্ঞ ইমামগণ জিজ্ঞাসার জবাব দানের মূলনীতি ঠিক করেন এবং অনাগত ভবিষ্যতে যে সকল প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলোর জবাব দানে দক্ষতার পরিচয় দেন।

এ বিশাল খেদমতের মুখ্য ভূমিকা রাখেন ইমাম জাফর সাদিক (রহ.), ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে ইলমে ফিকহের ভিত্তি প্রদান করেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)। তিনিই এ বিষয়ের নাম দেন اَلْفِقْهُ الْاِسْلَامِيُّ বা ইসলামি ফিকহ।

পরবর্তীতে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এ বিষয়ে অনন্য অবদান রাখেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর নেতৃত্বে ৯৩ হাজার সমস্যার সমাধান করা হয়।

ইলমে ফিকহের উৎসমূল চারটি। যথা–

(১) كِتَابُ اللهِ বা আল্লাহর কালাম কুরআন মাজিদ

(২) اَلسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ বা রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ।

(৩) إِجْمَاعُ الْاُمَّة বা ঐকমত্য। এর মধ্যে রয়েছে সাহাবাগণের ইজমা, তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের ইজমা।

(৪) اَلْقِيَاسُ বা নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ মাসআলার আলোকে সমাধান দেওয়া।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. اَلْفِقْهُ শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

ক. نَصَرَيَنْصُرُ খ. ضَرَبَ يَضْرِبُ

গ. سَمِعَ يَسْمِعُ ঘ. فَتَحَ يَفْتَحُ

২. عِلْمُ الْفِقْهِ-এর উৎসমূল কয়টি?

ক. তিন খ. চার

গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৩. একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে عِلْمُ الْفِقْهِ-এর ভিত্তি দেন কে?

ক. ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) খ. ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله)

গ. ইমাম মালেক (رحمه الله) ঘ. ইমাম আহমদ (رحمه الله)

৪. عِلْمِ الْفِقْهِ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–

i. ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

ii. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করা।

iii. শরয়ি আহকাম মানবীয় কল্যাণে প্রকাশ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সেলিম একজন ছাত্র। সে কুরআন ও হাদিস গুরুত্ব সহকারে পড়ে কিন্তু ইলমে ফিকহ পড়তে চায় না। উপরন্তু বলে, ফিকহের কোনো প্রয়োজন নেই।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মাজেদা বেগম যোহরের সালাত আদায় করে দেখেন, তার শরীরে রক্ত লেগে রয়েছে।

৪। এক্ষেত্রে মাজেদা বেগমের কী করা উচিত?

i. শরীরের নাপাকি দূর করা।

ii. পুনরায় সালাত আদায় করা।

iii. অন্যান্য সালাত চালিয়ে যাওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জামাল একজন দিনমজুর। তিনি ময়লা কাপড়-চোপড় পরিধান করে মসজিদে সালাত আদায় করতে যান। একদা আরমান সাহেব তাকে বললেন- আপনার জন্য পরিচ্ছন্নভাবে মসজিদে আসা উচিত। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ তাআলা অতি সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।

ক. نجاسة এর বিপরীত শব্দ কী?

খ. النجاسة الحقيقة বলতে কাকে বোঝায়? লেখ।

গ. জামালের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরমান সাহেবের বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। শফিক তার পুঁজযুক্ত লুঙ্গি পরে সালাত আদায় করে। তার এ অবস্থা দেখে রফিক তাকে বলে আপনারতো সালাত হবে না। কিন্তু শফিক বলল আমার এটা ছাড়া আর কোন কাপড় নেই, তাই এটা দিয়ে সালাত আদায় করছি।

ক. نجاسة কত প্রকার?

খ. اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ বলতে কী বোঝায়? লেখ।

গ. রফিকের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

# দ্বিতীয় পাঠ

# তাহারাত

## তাহারাতের পরিচয়

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, নিষ্কৃতি লাভ ইত্যাদি। মহানবি (ﷺ) রিসালতের দায়িত্ব লাভের পর ইমান গ্রহণের আদেশের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাহারাতের আদেশ প্রাপ্ত হন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

অর্থ : আপনার কাপড়-ভূষণ পবিত্র রাখুন (সুরা মুদ্দাসসির, ৪)।

পরিচ্ছদ পবিত্রের অর্থ হলো বাহ্যিক পবিত্রতা যা শারীরিক ও পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়। পাক পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সুরা তওবা, ১০৮)।

পরিভাষায় সর্ব প্রকার نَجَاسَةٌ বা অপবিত্রতা দূর করাকে اَلطَّهَارَةُ বলে।

## তাহারাতের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

اَلطَّهَارَةُ-এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনেক। আল্লাহ পবিত্র। তাই তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (তাহারাত) হচ্ছে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য বর্ধন ও সুস্থ থাকার মাধ্যম। তাহারাতের বিধান নিয়মিত পালন করলে স্বাস্থ্য বিধান আপনি আপনিই পালিত হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যারা নিয়মিতভাবে অজু ও গোসল করে তাদের চোখের রোগ ও চর্ম রোগ হয় না বললেই চলে।

রসুলে আকরাম (ﷺ) বলেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

অর্থ : পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।

পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে, দেহ ও শরীর সতেজ হয়, হৃদয়ে প্রফুল্লতা হাসিল হয়।

আমরা নানা রকম কাজ করি। এতে আমাদের হাত, পা, শরীর ও কাপড় ময়লা হয়, ধূলা-বালি লাগে, ঘামে শরীর ভিজে যায়, দুর্গন্ধ হয়। অজু-গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র না হলে লোকে ঘৃণা করে। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই, খাবারের অংশ দাঁতে লেগে থাকে, ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, দুর্গন্ধ আল্লাহ অপছন্দ করেন, মানুষও অপছন্দ করে। এতে অকালে দাঁত নষ্ট হয়, মুখের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়। মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য মেসওয়াক করতে হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হলে, প্রত্যেক অজুর পূর্বে মেসওয়াক করার নির্দেশ (ওয়াজিব করে) দিতাম। (সহিহ বুখারি)

নখ ও চুল বড় হলে দেখতে খারাপ লাগে, বড় নখে নানা রকম ময়লা জমে, তা খাবারের সাথে পেটে গিয়ে নানা অসুখ সৃষ্টি করে। চুল এলোমেলো থাকা অসুন্দর। এক ব্যক্তির এলোমেলো চুল দেখে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এ ব্যক্তি কি চুল বিন্যাস করার জন্য কিছুই পেল না?

পায়খানা-পেশাবের পর ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র না হলে শরীর ময়লা ও নোংরা থাকে, এতে ইবাদত কবুল হয় না, নানা রোগ হয়। নিয়মিত গোসল করলে ও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে অজু করলে দেহ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়, মন-মানসিকতা ভালো থাকে। তাই একজন মুসলিমের জীবনের অর্থ হলো পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন।

### তাহারাত অর্জনের পদ্ধতি

তাহারাত অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

**(১) অজু :** যার মাধ্যমে মুখমণ্ডল, হাত, দাঁত, মুখ, পা সবকিছু পবিত্র হয়ে যায়।

**(২) তায়াম্মুম:** অসুস্থ হয়ে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হলে বা পানি পাওয়া না গেলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা মুখ ও হাত মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

**(৩) গোসল :** গোসলের মাধ্যমে গোটা শরীর পবিত্র করা যায়।

**(৪) মেসওয়াক ও খিলাল :** দাঁতের ফাঁকে কিছু জমে গিয়ে বা ঢুকে গিয়ে মুখকে অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত করলে মেসওয়াক, ব্রাশ, ও খিলালের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করা যায়।

(৬) শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে পানি ও সাবান বা পাউডার দিয়ে তা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায়। তবে সে সাবান ও পাউডার পবিত্র উপাদানে তৈরি হতে হবে।

সাবান ও কাপড় ধোয়ার পাউডারে যদি শূকরের চর্বি থাকে তাহলে সেগুলো ব্যবহার করা যাবে না। কারণ শূকরের চর্বি নাপাক, যা কাপড় ও শরীরকে নাপাক করে দেয়।

তাহারাতের আরেক দিক হলো মনের পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন খালেসভাবে অতীতের গুনাহর জন্য তওবা করা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ঠিকমতো আদায় করা। হারাম ও মাকরুহ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা। আত্মিক উন্নতির জন্য বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরিফ পাঠ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

### তাহারাত ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পার্থক্য

পরিপাটি, পরিষ্কার, নির্মল অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা, আর বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত দেহ, মন, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা। তাহারাত অর্জন করার জন্য ইসলামি শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার জন্য শরিয়তের বিধি বিধানের প্রয়োজন হয় না। যেমন : শরিয়তের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী অজু করলে শরীর পবিত্র হবে, সালাত আদায় করা জায়েয হবে। কেউ যদি শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ধুয়ে, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে তিনি পরিচ্ছন্ন হবেন; কিন্তু পবিত্র হবেন না। নাপাক উপকরণ দিয়ে শরীর বা কাপড় পরিষ্কার করলে পরিচ্ছন্ন হওয়া যাবে; কিন্তু তার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া যাবে না। যেমন কেউ এমন সাবান দিয়ে শরীর বা কাপড় পরিষ্কার করলো যাতে শুকরের চর্বি আছে, এ সাবান দিয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়া যাবে, দেখতে ধবধবে ও পরিষ্কার দেখা যাবে; কিন্তু এতে শরীর ও কাপড় পবিত্র হবে না।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পবিত্রতা কিসের অঙ্গ?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইবাদত ঘ. ইহসান

## অজুর মুস্তাহাবসমূহ

(১) এমন উঁচু স্থানে বসে অজু করা যাতে পানির ছিটা গায়ে না পড়ে।

(২) কিবলার দিকে মুখ করে বসা।

(৩) অজুর সময় বিনা ওযরে অপরের সাহায্য না নেওয়া।

(৪) অজুর সময় অনাবশ্যক কথাবার্তা না বলা।

(৫) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় মাসনুন দোআ পড়া।

(৬) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বলা।

(৭) কনিষ্ঠাঙ্গুলি কানের ছিদ্রে ঢুকানো।

(৮) আংটি ঢিলা না হলে তা নাড়া দেওয়া।

(৯) ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

(১০) বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করা।

(১১) মাযুর না হলে ওয়াক্ত হওয়ার আগেই অজু করা।

## অজুর মাকরুহসমূহ :

(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।

(২) প্রয়োজনের চেয়ে কম পানি ব্যবহার করা।

(৩) চেহারার উপর এমন জোরে পানি নিক্ষেপ করা যে পানির ছিটা অন্যত্র গিয়ে পড়ে।

(৪) অজুর সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।

(৫) বিনা ওযরে অন্যের সাহায্য নেওয়া।

## অজু ভঙ্গের কারণসমূহ

নিম্ন বর্ণিত কারণে অজু ভঙ্গ হয়–

(১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে।

(২) পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো নাপাক বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে। যেমন- রক্ত, পুঁজ।

(৩) থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখভরে বমি হলে

(৪) থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশি বা সমান হলে।

(৫) চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।

(৭) বেহুঁশ হলে।

(৮) পাগল হলে।

(৯) নেশাগ্রস্ত হলে।

(১০) সালাতে অট্টহাসি দিলে।

## যে সব কাজ করলে অজুর প্রয়োজন হয় না

নিম্ন বর্ণিত কাজে অজু করতে হয় না। যেমন–

(১) শরীরের বাহির থেকে নাপাক লাগলে তা ভালোভাবে ধুয়ে ফেললেই চলবে, তাতে অজু করার প্রয়োজন হয় না।

(২) অন্যের শরীরে নাপাক লাগলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে তাকে পবিত্র করলে। অর্থাৎ এ অবস্থায় যিনি ধুয়ে দিলেন তার অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৩) যে সকল ইবাদতের জন্য অজু প্রয়োজন যেমন সালাত, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি, অজু করার পর যদি এমন কোনো কাজ না করে থাকে তা হলে (এবং অজু নষ্ট না হলে) পুনরায় অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৪) অজু করার পর কোনো মহিলার সাথে কোনো পুরুষের দেখা হলে অজু নষ্ট হয় না।

(৫) অজু করার পর কোনো কারণে শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয তার কিছু অংশ যদি খুলে যায় বা অনাবৃত হয়ে যায় তাতে অজু করতে হবে না।

(৬) সালাতে তন্দ্রা বা ঝিমানি এলে অজু করতে হয় না।

(৭) জখম থেকে রক্ত বের হয়ে যদি গড়িয়ে না যায় (যখমের মধ্যেই থাকে) অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৮) মাথা মুণ্ডন করলে বা চুল কর্তন করলে অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৯) কাশি-কফ বা থুথু বের হলে অজুর প্রয়োজন হয় না।

(১০) ঢেকুর উঠলে (এমন কি ঢেকুরের সাথে দুর্গন্ধবের হলেও) অজুর প্রয়োজন হয় না।

(১১) নখ কাটলে অজু নষ্ট হয় না।

## যে সব পানি দ্বারা অজু জায়েয

নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, বৃষ্টি, কূপ ও টিউবওয়েলের পানি সাধারণত পবিত্র। শিশির, বরফগলা পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয।

গাছের পাতা পড়ে বা অন্য কোনো কারণে যদি পানির তিনটি গুণ যথা : রং, স্বাদ ও গন্ধ এর কোনো একটি গুণ বিনষ্ট হয় এবং দুটি অবশিষ্ট থাকে তবে সে পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়েও অজু করা জায়েয।

**অজুর পদ্ধতি ও বিবরণ**

(১) পবিত্র ও উঁচু স্থানে বসে অজু করা সুন্নাত। এরূপ স্থানে বসে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে অজু শুরু করে নিম্নের দোআটি পড়বে–

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ. اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَ الْكُفْرُ بَاطِلٌ . اَلْإِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

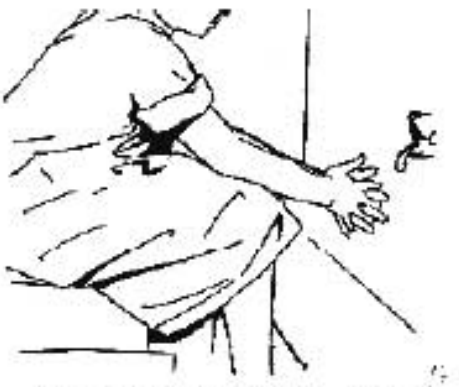

পবিত্র ও উঁচু স্থানে বসে অজু করা

(২) অতঃপর দু হাত কব্জিসহ ধৌত করে তিন বার কুলি করবে এবং ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে।

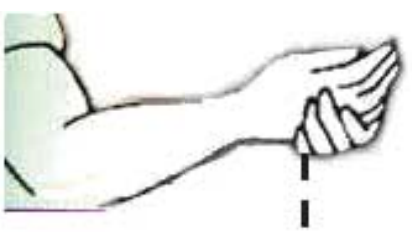

দু হাতের কব্জিসহ ধৌত করা।

ডান হাতে তিনবার আঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে কুলি করা।

ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে তা পরিষ্কার করা।

(৩) সমস্ত মুখমণ্ডল (মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে থুতনির নিচ এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত) ধৌত করবে।

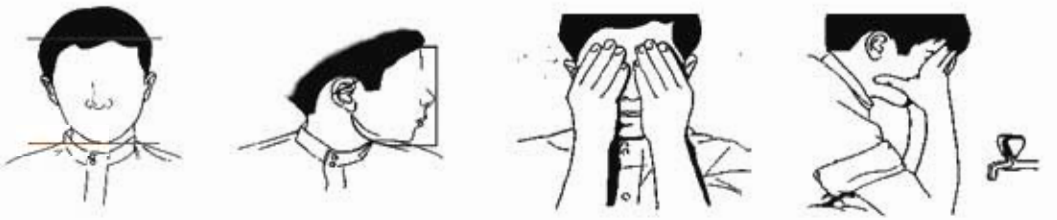

(৪) উভয় হাতের অগ্রভাগ থেকে কনুইসহ ধৌত করবে।

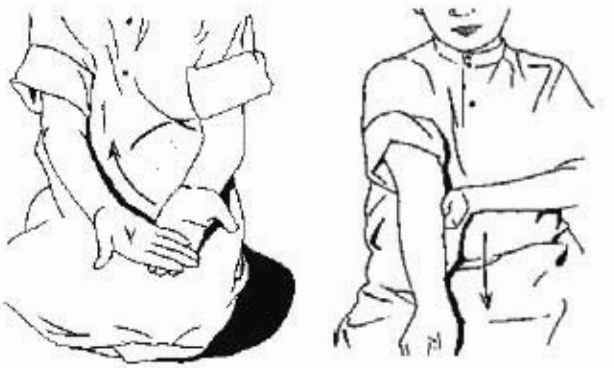

উভয় হাতের অগ্রভাগ থেকে কনুইসহ হাত ধৌত করা।

৩. আবদুর রশিদ দীর্ঘ দিন ধরে দাঁতের ব্যথায় ভুগছিলেন। অতঃপর তাকে দন্ত চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে অজুর সময় নিয়মিত মিসওয়াক বা ব্রাশ করার জন্য উপদেশ দেন এবং বলেন, অজু দেহে রোগ-ব্যাধি প্রবেশের রাস্তাসমূহের অতন্দ্র প্রহরী।

ক. অজুর একটি সুন্নত লিখ।

খ. অজুর উপকারিতা কী? লিখ।

গ. দন্ত চিকিৎসকের উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুখ ও দাঁতের উত্তম চিকিৎসা হলো অযু' কথাটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

## তৃতীয় অধ্যায়

# পানির বিধান

# أَحْكَامُ الْمِيَاهِ

## প্রথম পাঠ

## পবিত্র পানির বৈশিষ্ট্য

পানি স্বভাবত পবিত্র। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا.

অর্থ : আর আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (সুরা ফুরকান, ৪৮)

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পানি নাপাক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

## দ্বিতীয় পাঠ

## ঝুটা পানির বিধান

ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের হুকুম চার প্রকার। যথা–

(১) পাক (২) মাকরুহ (৩) নাপাক ও (৪) মাশকুক।

**(১) পাক ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট :**

এটি দু ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) মানুষের ঝুটা পানি পাক। সে মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান, দীনদার হোক অথবা বদকার, নারী হোক বা পুরুষ। তবে মদ বা নেশা জাতীয় জিনিস খাওয়ার পর পরই পানি ঝুটা করলে তা নাপাক হবে। যার মুখ থেকে রক্ত বের হয় তার ঝুটাও নাপাক।

(খ) হালাল পশুর ঝুটা পাক। ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ, ঘোড়া, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পাখি যেমন- ময়না, তোতা, ঘুঘু, চড়ুই, কবুতর ইত্যাদির ঝুটা পাক। যে মুরগী বন্দী করে রাখা হয় তার ঝুটাও পাক।

**(২) মাকরুহ ঝুটা :**

বিড়ালের ঝুটা মাকরুহ। যে মুরগী খোলা থাকে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে নাপাক জিনিস খায়, তার ঝুটা মাকরুহ। যে প্রাণী ঘরে থাকে, যেমন- ইঁদুর, টিকটিকি, এসবের ঝুটাও মাকরুহ।

**(৩) নাপাক ঝুটা :**

কুকুরের ঝুটা নাপাক। কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। তা মাটির পাত্র হোক কিংবা তামা-কাসার পাত্র হোক, সবই তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়, কিন্তু সাতবার ধোয়া ভালো। একবার মাটি দ্বারা ঘষে-মেজে ফেললে আরো ভাল। শূকর, বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তু, হারাম পশু পানির পাত্রে মুখ দিলে পানি নাপাক হয়ে যায়। ঐ পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয হয় না।

**(৪) মাশকুক ঝুটা :**

গাধা ও খচ্চরের ঝুটা মাশকুক বা সন্দেহযুক্ত। তা দ্বারা অজু ও গোসল মাশকুক বা সন্দেহযুক্ত। এমন পানি দ্বারা অজু করার পর যদি ভালো পানি পাওয়া যায় আবার অজু করতে হবে।

## তৃতীয় পাঠ

## পানির প্রকারভেদ

পবিত্রতা অর্জনের দিক থেকে পানি পাঁচ প্রকার। যথা–

**(১) পবিত্র পানি :**

এমন পানি যা নিজে পাক ও অন্য বস্তুকেও পাক-পবিত্র করে এবং যার দ্বারা অজু গোসল করা মাকরুহ হয় না। তা মিঠা হোক বা লোনা হোক। যেমন : বৃষ্টি, নদী-সমুদ্র, পুকুর-নালা, ঝর্ণা-কূপ, টিউবওয়েল, শিশির ও বরফ গলা প্রভৃতির পানি।

**(২) উচ্ছিষ্ট পানি :**

এমন পানি যা নিজে পাক এবং অন্য বস্তুকেও পাক করে তবে তার দ্বারা অজু ও গোসল মাকরুহ। যেমন : বিড়াল বা এ জাতীয় কোন প্রাণী পানিতে মুখ লাগিয়েছে এমন উচ্ছিষ্ট পানি।

**(৩) ব্যবহৃত পানি :**

এমন পানি যা নিজে পাক তবে অন্য বস্তুকে পাক করে না, ঐ পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয নয়। যেমন–

(ক) ব্যবহৃত পানি অর্থাৎ যা হাদাস (নাপাকি) দূর করার জন্য বা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) যে পানি গাছ বা ফল ফলাদি থেকে বের হয়, যেমন : আখের রস, ফলের রস, ডাবের পানি ইত্যাদি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয নেই। কারণ, এগুলোর ক্ষেত্রে পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তন এসে যায় ।

**(৪) নাপাক পানি :**

আবদ্ধ পানিতে নাপাকি পড়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যে পানির রং গন্ধ ও স্বাদ বদলে দিল, অথবা অনেক পানি কিন্তু নাপাকি পড়ার কারণে সব দিকের পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা রং, গন্ধ ও স্বাদ বদলে গেছে, এমন পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয হবে না এবং তা দিয়ে কোন নাপাক বস্তু পাক করা যাবে না।

**(৫) সন্দেহযুক্ত পানি :**

এমন পানি যা দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থাকে। যেমন: যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে, সে পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অজু করার পর যদি ভাল পানি পাওয়া যায়, তাহলে পুনরায় অজু করতে হবে, না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করতে হবে।

## চতুর্থ পাঠ
## যমযমের পানি ব্যবহারের আদব

হযরত ইবরাহিম (ﷺ)-এর সন্তান হযরত ইসমাইল (ﷺ)-এর পায়ের গোড়ালির নিচ দিয়ে যে পানির ঝরর্ণা প্রবাহিত হয়ে আজও লক্ষ লক্ষ হাজি ও মক্কাবাসির তৃষ্ণা নিবারণ করছে তা যমযম পানি হিসেবে অভিহিত।

কাবা ঘরের কয়েক গজ দূরেই এই যমযম কূপ অবস্থিত। পৃথিবীর অন্য সকল পানির চেয়ে এ পানি গুণে-মানে খাদ্যপ্রাণ হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও উপকারী। আল্লাহ প্রদত্ত এ নেয়ামতকে সম্মান জানিয়ে কেবলামুখি হয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এ পানি পান করতে হয়। দুনিয়ার অন্য সব পানি বসে বসে পান করা সুন্নত। অজুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। আল্লাহর এ নিদর্শনের সম্মানে দাঁড়িয়ে পান করাই হলো আদব।

| ক্রমিক নং | আযানের বাক্যসমূহ | বাক্যসমূহের অর্থ | উচ্চারণ করতে হবে |
|---|---|---|---|
| ৪ | حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ | এসো সালাতের দিকে। | ২ বার |
| ৫ | حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ | এসো কল্যাণের দিকে। | ২ বার |
| ৬ | اَللّٰهُ أَكْبَرُ | আল্লাহ মহান। | ২ বার |
| ৭ | لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ | আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। | ১ বার |

আযানের মধ্যে এভাবেই ৭টি বাক্য ১৫ বার উচ্চারণ করতে হয়। ফযরের নামাজের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে দুইবার اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে নামাজ উত্তম) বলতে হবে।

**আযানের জবাব**

আযানের বাক্যসমূহ শুনে জবাব দেওয়া ওয়াজিব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

ثُمَّ صَلُّوْا عَلَـيَّ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

অর্থ : যখন তোমরা আযান শুনবে হুবহু মুয়াজ্জিনের উচ্চারিত বাক্যসমূহ বলবে। অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে (মুসলিম শরিফ)।

শুধু حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর জবাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলতে হবে।
(সহিহ মুসলিম)

আযানের জবাবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলার সময় চোখে চুমু খাওয়া অর্থাৎ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে চুমু খেয়ে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দুই চোখ মাসেহ করা মুস্তাহসান বা উত্তম কাজ।

হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাতে এ আমলটি করতেন। তবে এ কাজটি করতেই হবে এমন মনে না করে যদি কেউ মহব্বতে করে, তাতে ফায়দা আছে।

আযানদাতা যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ প্রথম বার উচ্চারণ করবে, তখন শ্রোতা বলবে–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

পুনরায় আযানদাতা اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বললে, শ্রোতা বলবে–

قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

অতঃপর বৃদ্বাঙ্গুলিদ্বয়ের নখপৃষ্ঠ দ্বারা চক্ষুদ্বয়ের পাতার উপর মাসেহ করতে করতে বলবে–

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি উপভোগ করতে দাও।

(তাফসিরে রূহুল বয়ান, ফতোয়ায়ে শামী, হাশিয়ায়ে জালালাইন)।

## আযানের পর দোআ পাঠ

আযান শেষ হলে প্রথমে মহানবি (ﷺ) এর প্রতি যে কোনো দরুদ শরিফ পাঠ করবে, এরপর হাত উঠিয়ে বিনয়ের সাথে নিম্নে লিখিত দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ اَلَّذِي وَعَدْتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও এ সালাতের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে দান করুন সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে তাঁর শাফাআত নসিব করুন। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

(উমদাতুলকারী, আইনী- ৩/১২৪, আসিয়াতুল লুময়াত- ১/১৯৩, ছগিরি ১৯৮, তিবরানি, মু'জামুল আওসাত ৪/৯৮, মু'জামুল কবির ১২/৬০)।

হযরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আযান শুনে তার জওয়াব দিবে। অতঃপর দরুদ শরিফ পাঠান্তে উল্লিখিত দোআ পাঠ করবে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআাত ওয়াজিব হবে। (সহিহ বুখারি)

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, দোআর আদব হাত উঠিয়ে দোআ করা। নির্ধারিত কয়েকটি স্থান যেমন : পায়খানা-প্রশ্রাবের সময়ের দোআ ইত্যাদি ব্যতীত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহর হাবিব (ﷺ) হাত উঠিয়ে দোআ করেছেন। দুনিয়ার যে কোনো বস্তু পাওয়া বা সমস্যা সমাধানের জন্য হাত উঠিয়ে দোআ করা উত্তম।

অনুরূপ আযানের পর মুনাজাতে হাত উঠিয়ে দোআ করাও উত্তম। এর উদ্দেশ্য প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি আদব ও তা'যিম প্রদর্শন।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অজুবিহীন অবস্থায় আযান দেওয়া কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

২। আযানের মধ্যে কয়টি বাক্য উচ্চারণ করতে হয়?

ক. ৬ টি খ. ৭ টি

গ. ৮ টি ঘ. ৯ টি

৩। কিয়ামতের দিন কার ঘাড় সবচাইতে উঁচু হবে?

ক. মুহাদ্দেস খ. মুফাসসের

গ. মুয়াজ্জিন ঘ.মুবাল্লেগ

৪। আযান শ্রবণকারীর কাজ হচ্ছে-

i. আযানের সময় চুপ থাকা

ii. আযানের জওয়াব দেওয়া

iii. আযানের পরে দোআ পাঠ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

আবদুস সাত্তার ও আবদুল জাব্বার আলাপচারিতায় মত্ত। এমন সময় মুয়াজ্জিন সালাতের আযান দিতে শুরু করে, কিন্তু তারা তাদের আলোচনা চালিয়েই গেল।

৫। আবদুস সাত্তার ও আবদুল জাব্বার শরিয়তের কেমন বিধান লঙ্ঘন করেছেন?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৬। এমতাবস্থায় তদের উচিত ছিল?

i. আলাপ আলোচনা বন্ধ করা

ii. আযানের জবাব দেওয়া

iii. সেখান থেকে চলে আসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আবদুর রহমান একজন মুয়াজ্জিন। একদা তিনি মসজিদে আসরের আযান দেন। আযানে اللهُ أَكْبَرُ শুধুমাত্র দুই বার উচ্চারণ করেন। আযান শেষে আজাদ সাহেব তাকে বললেন, আপনার আযানে ভুল হয়েছে আবদুর রহমান বললেন, এতে অসুবিধা নেই। আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো সালাতের জন্য আহবান করা।

ক. আযানের মধ্যে কয়টি বাক্য উচ্চারণ করতে হয়।

খ. আযানের জবাব দেওয়ার গুরুত্ব কী? লিখ।

গ. আবদুর রহমানের আযান কি হয়েছে? পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবদুর রহমানের উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**জুমুআর প্রথম চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত:**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ قَبْلَ الْـجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, জুমুআর পূর্বের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**জুমুআর ফরয সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِيْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ الْـجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের ফরযের দায়িত্ব রহিত করে, জুমুআর দুই রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**জুমুআর পরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ بَعْدَ الْـجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, জুমুআর পরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**জুমুআর পরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتِـىْ صَلَاةِ وَقْتِ السُّنَّةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ اَلْكَعْبَةِ اَلشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, জুমুআর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**আসরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, আসরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**আসরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, আসরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**মাগরিবের তিন রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, মাগরিবের তিন রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**ইশার চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইশার চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**ইশার চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইশার চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**ইশার দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইশার দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**বিতরের তিন রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, বিতরের তিন রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**তারাবিহ্ সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, তারাবিহ-এর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**ইদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত ছয় তাকবিরের সহিত আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

**ইদুল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত :**

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ عِيْدِ ا لْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

চিত্র অনুযায়ী এভাবে হাত কান বরাবর আঙ্গুলগুলো খোলা রেখে কিবলামুখি করে হাত উঠিয়ে তাকবির তাহরিমা বলে কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি বাঁধবে।

রুকুর চিত্র

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চিত্র

চিত্র অনুযায়ী আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে, দুই হাত হাটুর উপর রাখবে যেন গিরার উপর ভর পড়ে। আঙ্গুলগুলো খোলা থাকবে। পিঠ এমনভাবে সোজা রাখবে যেন পানির পেয়ালা পিঠের উপর রাখলে স্থির থাকে, ঘাড়ও ঠিক এক বরাবর থাকে। রুকুর তাসবিহ পড়বে।

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহু) বলে চিত্র অনুযায়ী একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানোর পর رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) বলবে এবং সেজদার দিকে নজর রাখবে।

সিজদার চিত্র

## সালাতের আহকাম

সালাতের আহকাম নিম্নরূপ–

সালাত শুরুর পুর্বে ৭টি ফরয কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তা হলো–

(১) শরীর পাক করা।

(২) কাপড় পাক করা।

(৩) সালাতের স্থান পাক হওয়া।

(৪) সতর আবৃত রাখা।

(৫) কেবলামুখি হয়ে দাঁড়ানো।

(৬) নিয়ত করা।

(৭) ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করা।

## সালাতের আরকান

সালাতের আরকান নিম্নরূপ–

সালাতের ভেতরের ৬টি ফরয রয়েছে। তা হলো–

(১) তাকবিরে তাহরিমা বলা।

(২) কিয়াম করা।

(৩) কিরাত পড়া।

(৪) রুকু করা।

(৫) সেজদা করা।

(৬) শেষ বৈঠক ।

## সালাতে যেসব কাজ মাকরুহ

(১) সালাতে আকাশের দিকে তাকানো।

(২) পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত পড়া।

(৩) খাওয়া সামনে নিয়ে সালাত পড়া।

(৪) সেজদায় দুই হাতের কনুই বিছিয়ে দেওয়া।

(৫) এমন কিছুর দিকে মুখ করে সালাত পড়া, যার দ্বারা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে।

(৬) কাপড়, রুমাল ইত্যাদি গলায় ঝুলিয়ে সালাত পড়া।

(৭) ঘুমের চাপ নিয়ে সালাত পড়া।

(৮) সালাতের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ।

(৯) কোনো সুরাকে বিশেষভাবে কোনো সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা।

(১০) সালাতের মধ্যে আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করানো।

(১১) ঘন ঘন বা তাড়াতাড়ি সেজদা করা।

## সালাত আদায় না করার পরিণাম

নারী-পুরুষ সকলের জন্য সালাত অলঙ্ঘনীয় ফরয। শরিয়ত সম্মত ওযর ছাড়া সালাত তরক করা জায়েয নেই। সালাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করলে কাফির বলে গণ্য হবে।

(আলমগিরি, ১/৫০)

সালাত আদায় করা ইমানদার ও মুসলমান হওয়ার বড় প্রমাণ। রসুলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থ : আল্লাহর বান্দা, কুফর এবং শিরকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত তরক করা। (সহিহ মুসলিম)

সালাত তরককারী কিয়ামতের দিন চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

অর্থ : স্মরণ করুন সেই চরম সংকটের দিনের কথা, যে দিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সেজদা করার জন্য; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা দুনিয়াতে নিরাপদ ছিলো তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিলো সেজদা করতে। (সুরা কালাম, ৪২–৪৩)

ইচ্ছাপূর্বক ফরয সালাত ত্যাগ করা সামান্য ও নগণ্য গুনাহ নয়। এটা জঘন্য কাজ যা আল্লাহর বিরোধিতামূলক একটা অতিবড় অপরাধ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

অর্থ : একদিন রসুলুল্লাহ (ﷺ) সালাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন- যে লোক সালাত সঠিকভাবে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করতে থাকবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি নুর, অকাট্য দলিল এবং পূর্ণ নাজাত অবধারিত হবে। আর যে লোক সালাত সঠিকভাবে আদায় করবে না তার জন্য নুর, অকাট্য দলিল এবং মুক্তি কিছুই হবে না। বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের মতো। (মুসনাদে আহমাদ)

## যার উপর সালাত ফরয হয়

সালাত ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা–

(১) মুসলমান হওয়া

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

ছেলে-মেয়েদের সাত বছর বয়স হলে তাদেরকে সালাতে অভ্যস্ত করে তোলা পিতামাতার ওপর ওয়াজিব। দশ বছর বয়সে যদি ছেলে-মেয়ে সালাত আদায় না করে প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি তাতেও কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে কঠোরতা অবলম্বন করে হলেও সালাত পড়াতে হবে।

(৩) বুদ্ধিমান হওয়া

(৪) মহিলাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া

(৫) সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

কাফির মুসলমান হলে, নাবালেগ বালেগ হলে, পাগল সুস্থ হলে এবং মহিলারা অপবিত্রতা থেকে মুদ্দতপূর্ণ হয়ে পবিত্র হওয়ার পর কোন সালাতের তাকবিরে তাহরিমা বাঁধতে পারে এতটুকু সময় বাকী থাকলে সে ওয়াক্তের সালাত আদায় করা তাদের উপর ফরয। রুগ্ন, খোঁড়া, আতুর, বোবা, বধির যে যে অবস্থায়ই আছে তাকে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করতে হবে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ সালাতের গুরুত্বারোপ করে বলেন–

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত সালাত আদায় করার আগে বসবে না। (সহিহ বুখারি)

এ সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত ঐ ব্যক্তির জন্য সুন্নত যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে।

### (গ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ও পরে নফল সালাত

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। এ সকল ফরযের পূর্বে ও পরে ১২ রাকাত নফল সালাত আদায় করার জন্য প্রিয়নবি (ﷺ) তাগিদ দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত সালাত আদায় করবে জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। তা হলো : যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত, যোহরের ফরযের পর দু রাকাত, মাগরিবের ফরয সালাতের পর দু রাকাত, এশার ফরয সালাতের পরে দু রাকাত আর ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু রাকাত। (জামে তিরমিযি, ১/৯৪)

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায়ের হুকুম কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত কয় রাকাত পড়তে হয়?

ক. ৩ টি খ. ৪ টি

গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

৩. নফল সালাত আদায় করলে-

i. আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়

ii. জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়

iii. ফরয আদায়ের অভ্যাস হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

মিনহাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শুধু মাত্র ফরয রাকাতসমূহ আদায় করে। অতিরিক্ত সালাত আদায় করে না।

১. মিনহাজ শরিয়তের কোন ধরনের বিধান লঙ্ঘন করেছে?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. মিনহাজের করণীয় হচ্ছে-

i. রসুল (ﷺ) নির্দেশিত পন্থায় সালাত পড়া

ii. সুন্নত সালাতসমূহ আদায় করা

iii. এভাবেই সালাত চালিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইরফান যোহরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর জামাল ইরফানকে দেখে তার সাথে আলোচনা শুরু করে দেয়। ইরফান কথা বলতে বারণ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায়ের জন্য উপদেশ দেয়।

ক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ফরযের পূর্বে ও পরে কয় রাকাত নফল সালাত আদায় করতে হয়?

খ. নফল সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. জামালের কাজটি ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইরফানের উপদেশকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। রাবেয়া অজু করার পরপরই দুই রাকাত সালাত আদায় করে। তা দেখে রাহেলা বলে, তুমি যে কত ধরনের সালাত পড়তে পার! শুধুমাত্র ফরয আদায় করলেই তো চলে। তখন রাবেয়া তাকে উক্ত সালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়।

ক. মসজিদে প্রবেশের পর কী করা উচিত?

খ. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ফরযের পূর্বে ও পরের নফল সালাতগুলো বর্ণনা কর।

গ. রাবেয়ার সালাতটিকে ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাহেলার মন্তব্যকে ইসলামি শরিয়তের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## পঞ্চম অধ্যায়

## সাওম

# اَلصَّوْمُ

## প্রথম পাঠ

## সাওমের পরিচয়

সাওম (اَلصَّوْمُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। সাওমকে ফার্সি ভাষা রোযা (روزه) বলে। এর অর্থ উপবাস থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্ব প্রকার পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকাকে, শরিয়তের পরিভাষায় সাওম (اَلصَّوْمُ) বলে।

সাওমে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। ক্ষুধার্ত অনাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিথ্যা, অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়। সাওম এমন একটি ইবাদত, যার অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাই এ বিশেষ ইবাদতের সওয়াব অনির্ধারিত। সাওম একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি নিজেই এর প্রতিদান দেবেন। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে -

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا أَجْزِيْ بِهِ.

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রিপুসমূহকে দমন করার জন্য সিয়াম সাধনার বিধান। হযরত আদম (ﷺ) থেকে সাওমের বিধান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

### রমযানের সাওম ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

রমযানের সাওম ফরয হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ–

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) আকেল হওয়া অর্থাৎ সজ্ঞানে থাকা, উম্মাদ বা পাগল না হওয়া।

(৩) বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

(৪) অসুস্থ না হওয়া।

(৫) অশ্লীল কথা বলা।

(৬) ঝগড়া বিবাদ করা, গালি দেওয়া, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা।

(৭) অপ্রয়োজনে কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া।

(৮) সাওমের কষ্ট প্রকাশ করা।

(৯) বিনা কারণে বার বার কুলি করা।

(১০) ঠাণ্ডা লাভ করার উদ্দেশ্যে বাব বার গোসল করা বা ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা।

### যেসব কারণসমূহে সাওম মাকরুহ হয় না

যেসব কারণে সাওম মাকরুহ হয় না, তা হলো–

(১) সাওমের কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে,

(২) শরীরে তৈল ব্যবহার করলে,

(৩) সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করলে,

(৪) মেসওয়াক করলে,

(৫) অনিচ্ছায় ধূলি বা ধোঁয়া গলায় প্রবেশ করলে,

(৬) কানে পানি প্রবেশ করলে বা কান হতে ময়লা বের হলে,

(৭) প্রয়োজনে শিশুদের কিছু চিবিয়ে দিলে,

(৮) স্বামীর রাগ থেকে বাঁচার জন্য তরকারির স্বাদ জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করলে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. (الصوم) সাওম শব্দের অর্থ কী?

ক. বিরত রাখা খ. সাধনা করা

গ. জ্বালিয়ে দেওয়া গ. আত্মশুদ্ধি লাভ করা

২. আইয়ামে বিযের সাওম বলতে কোন সাওমকে বোঝায়?

ক. সোমবারের সাওম খ. শুক্রবারের সাওম

খ. আরাফাতের দিনের সাওম ঘ. প্রতি মাসের তিনটি সাওম

৩. রমযানের সাওমের মধ্যে সুন্নত কতটি?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. সাওম মাকরুহ হয়-

i. থুথু জমা করে গিলে ফেললে

ii. নাপাক অবস্থায় দিন কাটালে

iii. অশালীন কথাবার্তা বললে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নাসের রমযানের সাওম রেখে দিনে টুথ পেস্ট ব্যবহার করে দাত পরিষ্কার করে এবং বলে এতে সাওমের ক্ষতি হয় না।

৫. নাসেরের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. বাতেল খ. ফাসেদ

গ. মাকরুহ ঘ. জায়েয

৬. এক্ষেত্রে নাসেরের করণীয় ছিল-

i. মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা

ii. দাঁত পরিষ্কার না করা

iii. সাওমের মাসয়ালা জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দিনভর কাজ করতে করতে খালেদ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তারাবিহ সালাতের পর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। শরীর ক্লান্ত থাকায় শেষ রাতে উঠতে দেরী হয়ে গেল। উঠে শুনল ফযরের আযান দিচ্ছে। সাহরি না খেয়ে সাওম রাখলে সাওম হবে না এই ভেবে আযান শেষ হওয়ার আগেই সে দুই গ্লাস পানি পান করে নিল।

ক. সাহরি খাওয়ার হুকুম কী?

খ. রমযানে সাওমের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. উক্ত পরিস্থিতিতে খালেদের সাওম হবে কি না?

ঘ. খালেদের ভাবনার যথার্থতা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. রাকিব দাখিল পরীক্ষার্থী। রমযানে খাওয়ার জন্য মা তাকে উঠতে বললে সে বলল, আম্মু পরীক্ষার জন্য আমাকে অনেক লেখাপড়া করতে হবে বিধায় এ বছর সাওম পালন করতে পারব না। তার কথা শুনে মা তাকে সাওমের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলেন।

ক. রমযানের সাওম ফরয হওয়ায় একটি শর্ত লিখ।

খ. সাওম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. রকিবের মায়ের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রকিবের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সাথে যুক্তি দাও।

# তৃতীয় ভাগ

# আল আখলাক

# اَلْأَخْلَاقُ

## প্রথম অধ্যায়

## উত্তম চরিত্র

## اَلْأَخْلَاقُ اَلْحَسَنَةُ

### প্রথম পাঠ

## আখলাকের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

**আখলাকের পরিচয় ও গুরুত্ব**

আখলাক (أَخْلَاقٌ) শব্দটি আরবি। এটি خُلُقٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ স্বভাব, চরিত্র, আচরণ, নীতি। ইংরেজিতে Character বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায়, মানুষের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির সমন্বিত রূপকে أَخْلَاقٌ বা সৎচরিত্র বলে।

উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার চরিত্র সর্বোত্তম।

সর্বোত্তম চরিত্রের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নমুনা বা মডেল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর অনুপম উত্তম চরিত্রের ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ : নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সুরা কলাম, ৪)

## মুআনাকা (اَلْمُعَانَقَةُ)

মুআনাকা (اَلْمُعَانَقَةُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ ঘাড়ে ঘাড় লাগানো। বাংলা ভাষায় একে কোলাকুলি বলা হয়। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সাক্ষাত হলে সালাম, মুসাফাহার পর যে সুন্নতটি আদায় করে তা হলো কোলাকুলি। এর মাধ্যমে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়। মনের হিংসা দূর হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ﷺ) বর্ণনা করেন, সাহাবি যায়েদ ইবনে হারেসা (ﷺ) কোনো এক সফর থেকে ফিরে এসে রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি দরজা খুলে তার সাথে মুআনাকা (কোলাকুলি) করলেন এবং তাকে চুমু খেয়ে আদর করলেন। (তিরমিযি ও মিশকাত)।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (ﷺ) দেখা হলে তিনি মুআনাকা করেছেন। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৭)।

কোন সমাবেশে বা ইদের দিনে ধনি-দরিদ্র, আশরাফ-আতরাফের কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এ দিনে পরস্পরে কোলাকুলির মাধ্যমে আত্মিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। অনেক দূরের মানুষও কাছের হয়ে যায়। মনের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। ইসলাম যে ঐক্য, শান্তি ও সাম্যের শিক্ষা দেয় মুআনাকা তার একটি বাস্তব প্রমাণ।

## কদমবুছি

বড়দের প্রতি সম্মান ছোটদের প্রতি মায়া-মমতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাদের আন্তরিক দোআ লাভ করা হয়। আলেম, বুযুর্গ, ওস্তাদের নেক-নজর পাওয়ার জন্য কদমবুছি অন্যতম মাধ্যম। হাত ও পায়ে মুহাব্বতে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য চুমু খাওয়া সুন্নত। হযরত সোহাইব (ﷺ) বর্ণনা করেন–

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَ رِجْلَيْهِ

অর্থ : আমি হযরত আলী (ﷺ)-কে হযরত আব্বাস (ﷺ)-এর হাত এবং পায়ে চুম্বন করতে দেখেছি। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৮)

এছাড়া ওযযা ইবনে আমের বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমাদেরকে বলা হলো ইনি রসুল (ﷺ), আমরা তাঁর দুই হাত ও দুই পায়ে ধরেছি এবং চুমু খেয়েছি। (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৩৮)

পিতা-মাতা, ওস্তাদ, বুযুর্গ আলেম, শ্বশুর-শাশুড়িসহ বড়দের দোআ নেয়ার জন্য সোজা হয়ে বসে তাদের পায়ে হাত দিয়ে মুখে মুছে নেয়ার প্রচলিত রীতি কদমবুছিরই বিকল্প রূপ। যা বড়দের মায়া-মমতা ও দোআ পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত মুস্তাহাব আমল।

## মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য (بِرُّ الوَالِدَيْنِ)

এ দুনিয়ায় মাতা-পিতাই সবচেয়ে আপনজন। মাতা-পিতার হক কোনো দিন কেউ শোধ করতে পারে না। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

অর্থ : মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশেত। (মুসনাদুস শিহাব আলকুদায়ী )

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ অধিকারের পরই মাতা-পিতার অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত আদেশ, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী পুত্র যখন দয়ার দৃষ্টিতে তার পিতা-মাতার দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, যদি সে প্রতিদিন একশতবার তাকায়? হযরত (ﷺ) বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে একশতবার তাকাতে পারে। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় এবং পূত-পবিত্র। (মিশকাত, ৪২১)

তাই মাতা-পিতার কথা শোনা, তাদের প্রতি সম্মান দেখানো, তাদের খেদমত করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

## মুরুব্বিদের সম্মানে দাঁড়ানো

মুরুব্বিদের সম্মান করা ইমানি দায়িত্ব। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(আবু দাউদ ও তিরমিযি)

এ সম্মান হতে হবে বয়স, ইলম, আমল ও বুযুর্গির কারণে। রাজা বাদশারা সম্মান পাওয়ার আশায় যেভাবে তাদের খাদেমদের দাঁড় করিয়ে রাখে, অনুরূপ বিজাতীয় পন্থায় সম্মান প্রদর্শন অবৈধ। এভাবে কোনো নেতা বা আলেম যদি কামনা করে যে, তাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হোক তবে তাদের প্রতিও দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা অবৈধ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহে আলাইহির মতে, যদি মুরুব্বির প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই হয় যে, খুশি হয়ে তারা দোআ করবেন তবে উপকারী। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২/১৯৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মুসলিম ব্যক্তিকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান দেখানোর নামান্তর।

(আল আদাবুল মুফরাদ)

ওস্তাদ, মা-বাবা, পীর-মাশায়েখ, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ালে সামাজিকভাবে তাকে আদব দেখানো হয় এবং তিনিও এ সম্মানের জন্য আন্তরিকতার সাথে সম্মান প্রদর্শনকারীকে কাছে টেনে নেন।

## পানাহারের আদব

(১) খাবার আগে হাত ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

(২) بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ (বিসমিল্লাহে ওয়ালা বারাকাতিল্লাহ) বলে খাওয়া শুরু করতে হবে।

(৩) সর্বদা ডান হাত দিয়ে খাবার খেতে হবে। দুধ, চা, পানি, অবশ্যই ডান হাত দিয়ে খাবে। বাম হাত দিয়ে খেলে গুনাহ হবে। প্রয়োজনে বাম হাতের সাহায্য নেওয়া যাবে।

(৪) খাবার সময় হেলান দিয়ে বসা যাবে না।

(৫) লোকমা একেবারে বড়ও নেবে না এবং একেবারে ছোটও নেবে না।

(৬) প্লেটে নিজের নিকটস্থ দিক থেকে খেতে হবে।

(৭) খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে তুলে পরিষ্কার করে অথবা ধোঁয়া খেতে হবে।

(৮) খাদ্যবস্তুর দোষ বের করবে না, পছন্দ না হলে খাবে না।

(৯) মুখ পুড়ে যায় এমন গরম খাদ্য খাওয়া যাবে না।

(১০) পানাহার দ্রব্যে ফুঁ দেবে না। অভ্যন্তর থেকে আসা শ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়।

(১১) পানি তিন নিঃশ্বাসে থেমে থেমে পান করতে হবে।

(১২) খাবার থেকে অবসর হয়ে আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খেতে হবে। তারপর হাত ধোঁয়া নেবে।

(১৩) প্রয়োজনমতো নেবে যাতে অপচয় না হয়। কারণ, অপচয় করা মারাত্মক গুনাহ।

(১৪) খাবার থেকে অবসর হয়ে এ দোআ পড়বে –

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদেরকে পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

## শোয়ার আদব

নিদ্রা আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন–

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য নিদ্রাকে সুখ ও শান্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

এ সুখ-শান্তির জন্য কিছু আদব রক্ষা করা জরুরি। তা হলো–

(১) এশার নামাজের আগে নিদ্রা না যাওয়া।

(২) অজুর সাথে শোয়া।

(৩) শোয়ার বিছানায় ডান হাত ডান চোয়ালের নিচে রেখে ডান পাশ কাত হয়ে শোয়া সুন্নত।

(৪) উপুড় হয়ে বা বাম কাতে ঘুমানো কে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (আবু দাউদ)

(৫) মুখ খোলা রেখে ঘুমাতে হবে। যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন অসুবিধা না হয়।

(৬) ঘুমাবার পূর্বে নিম্নের দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুর কোলে যাচ্ছি এবং তোমারই নামে জীবিত হয়ে উঠবো।

## দ্বিতীয় পাঠ

# অহংকার (اَلْكِبْرُ)

অহংকারকে আরবিতে اَلْكِبْرُ বলে। এর অর্থ গর্ব, অহংকার, অহমিকা, দম্ভ, বড়াই, নিজেকে বড় মনে করা, আত্মাভিমান। অহংকার এমন একটি চারিত্রিক রোগ যা মানুষের অন্তরে লুকায়িত থাকে এবং তার নিজস্ব ক্রিয়ালাপের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। অহংকারি ব্যক্তি সর্বদা বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয়। মানুষের আমিত্ব থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়।

**অহংকারের তিনটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে।** যথা–

(১) অন্তরে অহংকার পোষণ করা। এরূপ ব্যক্তি নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করে।

(২) চলাফেরা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা।

(৩) কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করা।

**অহংকার প্রকাশের স্থান**

মানুষ বিভিন্নভাবে অহংকার প্রকাশ করে থাকে। যেমন : বংশের গৌরব করা। কাউকে নিম্ন বংশের লোক মনে করে হেয় চোখে দেখা। ধন–সম্পদ, সৌন্দর্য, শক্তি সামর্থ, জ্ঞান প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অহংকার করে। যেমন ধনী বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্থের গৌরব, স্ত্রী লোকদের মধ্যে সৌন্দর্যের বড়াই এবং ক্ষমতাশালীদের মধ্যে শক্তির দম্ভ দেখা যায়।

**অহংকারের অপকারিতা**

অহংকার করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। অহংকারের অপকারিতা অনেক। অহংকারের কারণেই ফেরেশতাদের শিক্ষক ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অহংকারি ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত। বন্ধু বান্ধবের চোখে অসম্মানিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অর্থ : নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অহংকারিদের পছন্দ করেন না। (সুরা আন নাহল, ২৩)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ.

অর্থ : যার অন্তরে সামান্য সরিষার বীজের পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (ইবনে মাজা)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, তিনটি অভ্যাস মানুষকে ধ্বংস করে। যথা–

(১) কার্পণ্য

(২) নাফসের খাহেশের অনুকরণ ও

(৩) নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা।

## তৃতীয় পাঠ

## আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (قَطْعُ الرَّحِمِ)

আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। অপরদিকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি জঘন্য কাজ। আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সম্পর্ক ছিন্ন না করা মহান আল্লাহরই নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন–

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى.

অর্থ : পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (সুরা নিসা, ৩৬)

আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত, কেউ তাকে পছন্দ করে না এবং তার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখে না। বিপদে আপদে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। সে সমাজে নিষ্ঠুর, লোভী, কৃপণ, হিংসুক হিসেবে পরিচিত হয়।

মহানবি (ﷺ) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

অর্থ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

মহানবি (ﷺ) আরো বলেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি রয়েছে মহান আল্লাহর রহমত সেখানে অবতীর্ণ হয় না। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে অশান্তি নেমে আসে। সম্পর্ক ছিন্নকারী সমাজে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়। তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

## চতুর্থ পাঠ

# পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া (عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বোঝায় পিতা-মাতার কথা মতো না চলা, তাদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহর অনুগ্রহের পর সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ বেশি, তারাই সন্তানের সর্বাপেক্ষা আপনজন। তাদের স্নেহ-মমতায় সন্তানরা লালিত পালিত হয়। সন্তানের আরাম আয়েশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার তারাই করেন। সন্তানের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য তারা সব রকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা মাতার বাধ্য থাকা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক।

(১) শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

(২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার গুনাহ এত ভয়াবহ যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

(৩) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন- আল্লাহপাক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু পিতা মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। (বায়হাকি)

মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।

(সহিহ বুখারি)

(৪) পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনো শাসন করেন ও কড়া কথা বলেন, এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

## পঞ্চম পাঠ

# গালি দেওয়া (اَلشَّتْمُ)

কোনো ভাইকে সাক্ষাতে গালাগাল করা, তার সঙ্গে কটু ভাষায় কথা বলা এবং তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে কাউকে বিকৃত নামে ডাকাও গালির আওতাভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ.

অর্থ : আর বদনাম করো না বিকৃত উপাধির সঙ্গে। ইমানের পর বিকৃত নামকরণ হচ্ছে ফাসেকি।

(সুরা হুজুরাত, ১১)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ.

অর্থ : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি এবং হত্যা করা কুফুরি। (সহিহ বুখারি)

মুমিন মুসলিম ব্যক্তিগণ কখনও তার ভাইদের ইজ্জতের উপর কোনোরূপ হামলা করবে না। আর গালিগালাজ করা খুব নীচু স্বভাবের লোকদের কাজ। এটা সমাজে মারাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি করে। সুতরাং এ বদভ্যাস পরিহার করা উচিত।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الكبر শব্দের অর্থ কী?

ক. অহংকার খ. অপকার

খ. হিংসা ঘ. কৃপণতা

২. মুসলমানকে গালি দেওয়া কী?

ক. ফাসেকি খ. কুফরি

গ. নেফাকি ঘ. বেদয়াতি

৩. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

ক. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া খ. আত্মীয়ের হক নষ্ট করা

গ. অহংকারের সাথে চলা ঘ. সর্বদা মিথ্যা কথা বলা

৪. মুনাফেকের আলামত হচ্ছে-

i. মিথ্যা কথা বলা।

ii. ওয়াদা ভঙ্গ করা।

iii. আমানতের খেয়ানত করা।

## চতুর্থ পাঠ

# পিতা-মাতার জন্য দোআ

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের অন্যতম দিক হলো তাদের জন্য দোআ করা। আল্লাহ তাআলা এ দোআ শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا.

অর্থ : হে পরওয়ারদেগার! তাদের দুজনের উপর রহম করুন, যেভাবে তারা আমাকে ছোটকালে দয়া করে লালন-পালন করেছেন। (সুরা ইসরা, ২৪)

## পঞ্চম পাঠ

# টয়লেটে প্রবেশের ও টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোআ

টয়লেটে ঢুকার সময় বাম পা দিয়ে টয়লেটে ঢুকতে হবে এবং মাথায় টুপি বা কাপড় রাখতে হবে। প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

টয়লেট থেকে প্রথম ডান পা দিয়ে বের হতে হবে। অতঃপর নিম্নের দোআটি পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِي

পেশাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা, কোন গর্তে পেশাব করা, ছায়াদানকারী ও ফলবান গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের তীরে এবং চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ। বিনা ওজরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরুহ ও গুনাহের কাজ।

## ষষ্ঠ পাঠ

# হাঁচির দোআ ও হাঁচির জবাবে দোআ

হাঁচি আল্লাহ তাআলার এক বড় নেয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, মন প্রফুল্ল হয়। হাঁচি যিনি দেবেন তিনি আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া হিসেবে বলবেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

আর যিনি শুনবেন তার উপর দায়িত্ব হলো, তিনি বলবেন–

يَرْحَمُكَ اللهُ (আল্লাহ আপনাকে রহম করুন)।

পুনরায় হাঁচিদানকারী বলবেন–

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করুন এবং সব কিছু ঠিক করে দিন। (সহিহ বুখারি ও মিশকাত)

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইবাদতের মগজ কী?

ক. তাকওয়া খ. পবিত্রতা
খ. নিয়ত ঘ. দোআ

২. দুই হাত উঁচু করে দোআ করার হুকুম কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. হাঁচির মাধ্যমে মানুষের -

i. মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়।
ii. মন প্রফুল্ল হয়
iii. রোগ-জীবাণু দূর হয়

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সাবের পুকুরের পাড়ে বসে পেশাব করছে। যায়েদ তাকে নিষেধ করলে সে বলে, এতে কোনো ক্ষতি নেই।

৪. সাবেরের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ হচ্ছে?

ক. হালাল খ. হারাম
গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৫. সাবেরের উচিত হচ্ছে-

i. যায়েদের নিষেধ মান্য করা।

ii. পেশাবের বিধান জানা।

iii. নিজস্ব চিন্তায় অটল থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জামাল সাহেব মসজিদে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি মসজিদে বসে নিজের উন্নতির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে দোআ করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বললেন, আপনার পিতা-মাতার জন্যও দোআ করা উচিত।

ক. اَلدُّعَاءُ-এর আভিধানিক অর্থ কী?

খ. দোআর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. জামাল সাহেবের প্রথম কাজটি কেমন হচ্ছে? ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইমাম সাহেবের পরামর্শটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২। ইয়াকুব সাহেব মসজিদে বসে দুই হাত উঁচু করে দোআ করেন। দোআর সময় কাকুতি মিনতি করে কান্নাকাটি করেন। ফাহাদ সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ হচ্ছেন রহমান ও রহিম তার কাছে এভাবে হাত পেতে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ক. মসজিদ থেকে বের হতে হলে কোন পা দিয়ে বের হতে হয়?

খ. মসজিদে প্রবেশের দোআটি অর্থসহ লেখ।

গ. ইয়াকুব সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফাহাদ সাহেবের উক্তিটি সঠিক কিনা? মূল্যায়ন কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

# যিকির ও মুনাজাত

## প্রথম পাঠ

## আল্লাহর যিকিরের ফযিলত

যিকির আল্লাহ তাআলার অন্যতম ইবাদাত। অন্যান্য ইবাদত নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর যিকির সর্বাবস্থায় সব সময়ের জন্য। মহান আল্লাহ সব সময় যিকিরে মশগুল থাকার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا.

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (সুরা আহযাব, ৪১-৪২)

যিকির দু প্রকার। যথা–

(১) اَلذِّكْرُ بِالْقَلْبِ বা অন্তরের যিকির।

(২) اَلذِّكْرُ بِاللِّسَانِ বা মুখের যিকির।

অন্তরের যিকির হলো সর্বদা আল্লাহর কথা স্মরণ করা। আল্লাহ আমাকে দেখছেন এভাব বজায় রাখা। আর মুখের যিকির হলো আল্লাহর নাম বা তার গুণাবলি মুখে উচ্চারণ করা। প্রিয়নবি (ﷺ) সব সময় যিকিরকারী ব্যক্তিকে জীবিত আর যে যিকির করে না তার কলবকে মৃত বলেছেন। আল্লাহ বলেন–

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (সহিহ বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)

মুখ দিয়ে যিকিরের গুরুত্ব অনেক। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থ : তোমাদের জিহবা যেন সবসময় আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। (জামে তিরমিযি ও মিশকাত)

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৬ষ্ঠ-আকাইদ

যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক,
তবে আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা কর
-আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘন্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত